গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ উদ্‌যাপনের নিমিত্ত ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১০.০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (২য় তলা), মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট ''ক''

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভায় উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের অনুরোধ করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি সভার আলোচ্যসূচি পাঠ করেন। আলোচ্যসূচি পাঠ করার প্রারম্ভে তিনি মৎস্য সেক্টরে ইলিশের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের পটভূমি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন জাটকা সংরক্ষণে অধিক জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জাটকা নিধনরোধে জেলেদের উৎসাহিত করতে ২০০৭ সাল থেকে (২০২০ সাল ব্যতীত) "জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ" উদযাপন করা হচ্ছে। তিনি বিগত বছরগুলোর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের তারিখ, স্থান এবং স্লোগান সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, সপ্তাহটি উদযাপনের ক্ষেত্রে তারিখ, স্থান ও সপ্তাহের স্লোগান নির্বাচনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ২০২৩ সালে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্ভাব্য স্থান হিসেবে পিরোজপুরে হলার হাট স্কুল মাঠ, পিরোজপুর জেলা স্টেডিয়াম, সরকারি বিহারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়, নড়িয়া, শরীয়তপুর এবং কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, কলাপাড়া, পটুয়াখালী বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া তিনি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত স্লোগানসমূহ সভায় পাঠ করে শোনান। সর্বশেষ তিনি ৭ (সাত) দিনের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি সম্পর্কেও সভাকে অবহিত করেন। আলোচ্যসূচি পাঠ শেষে তিনি সকলকে আলোচ্যসূচির উপর আলোচনা করার এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করার অনুরোধ জানান।

০২। খঃ মাহবুবুল হক, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), মৎস্য অধিদপ্তর বলেন, ২০২২ সালে পদ্মার এপারে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে । এ বছর পদ্মার ওপারে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের প্রস্তাব করেন। তিনি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থানসমূহ সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, পিরোজপুর হলার হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি লঞ্চ ঘাট থেকে মাত্র ০.৭৫ কিমি. দূরত্বে অবস্থিত যা নৌর‍্যালি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। তিনি পিরোজপুর হলার হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩' উদযাপনের প্রস্তাব করেন। সময় নির্ধারণের বিষয়ে তিনি বলেন, আগামী ২৩ মার্চ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে। রোজার আগে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা বাস্তবিক অর্থে সম্ভব নয়। তিনি ২০২২ সালে যে সময়ে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপিত হয়েছে সে সময়ে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের প্রস্তাব করেন।

কাজী আশরাফ উদ্দীন, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন জেলেপল্লীগুলোতে সচেতনতামূলক নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের প্রস্তাব করেন।

জনাব অঞ্জন চন্দ্র পাল, যুগ্মসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বলেন, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জাকজমকপূর্ণভাবে এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ প্রশাসনসহ সকলে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্বপূর্ণভাবে জাটকা রক্ষায় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেন। তিনি মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রদেয় জেলে পরিচয়পত্র হালনাগাদ করার প্রস্তাব করেন।

জনাব মো: মিজানুর রহমান, যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-২ অধিশাখা), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করায় আজ ইলিশসহ মাছের উৎপাদন বেড়েছে। এটি সরকারের একটি বড় সাফল্য। তিনি দৈনিক সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দেয়া হবে সেখানে এই সাফল্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং টিভি চ্যানেলে যে আলোচনা অনুষ্ঠান হবে সেখানে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত জনগণকে অবহিতকরণের মাধ্যমে প্রচারণা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

জনাব আনার কলি মাহবুব, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ' উদযাপনকে একটি চমৎকার উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ইলিশ রক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সাফল্যমন্ডিত হয়েছে যার ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসন্ন 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩' সফল ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

জনাব পংকজ চন্দ্র রায়, অতিরিক্ত ডিআইজি, নৌপুলিশ বলেন, বাংলাদেশ নৌপুলিশ নিয়মিতভাবে নদীতে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। চাঁদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নদী বেশি হওয়ায় এ সকল অঞ্চলে বেশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তিনি জাটকা রক্ষায় প্রচার প্রচারণা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন ।

বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন ফাইজউদ্দিন আহমেদ বলেন, অবৈধ জালের উৎসমূল অর্থাৎ কারখানাগুলোতে অপারেশন পরিচালনা করা হলে অবৈধ জালের উৎপাদন বন্ধের পাশাপাশি ব্যবহারও হ্রাস পাবে বিধায়, নদীর ওপর চাপ কমবে। তিনি প্রান্তিক পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও জেলেদের প্রদেয় প্রণোদনা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

জনাব মো: বদিউজ্জামান বাদল, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিআইডব্লিউপিসিএ বলেন, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ সফল করার লক্ষ্যে কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধে উৎপাদিত কারখানায় অভিযান পরিচালনা করতে হবে। কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধ হলে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপনের আরো বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

লে. কমান্ডার রহিম উদ্দিন, বাংলাদেশ নৌবাহিনী বলেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ যেখানে বেশি সেখানে জানার আগ্রহও বেশি। তিনি জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে অনিবন্ধিত নৌযানের নিবন্ধন কার্যক্রম সহজভাবে করার জন্য একটি বুথ স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এতে সাধারণ জেলেরা সহজেই নৌযান নিবন্ধন করতে পারবে বিধায় মৎস্য নৌযান নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ও বৃদ্ধি পাবে।

জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হেসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রচারণার একটি বড় মাধ্যম উল্লেখ করে বলেন, জাটকা আহরণ নিরুৎসাহিত করতে ইউটিউব, ফেইসবুকে জনসচেতনতামূলক নাটিকা আপলোড করা যায়। এতে তা অধিক মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং অধিক ফলপ্রসু হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৩। ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাটকা রক্ষার মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব আন্তরিকতার সাথে পালন করার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রত্যেকের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৪। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) আগামী ০১ এপ্রিল হতে ০৭ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপিত হবে ;

খ) ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; মহাপরিচলক, মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ;

গ) ০১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে পিরোজপুর সদর, পিরোজপুরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নৌর‍্যালির মাধ্যমে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের শুভ সূচনা করবেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ.ম. রেজাউল করিম, এমপি ;

ঘ) জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত বিস্তারিত আলেচনা শেষে **"করলে জাটকা সংরক্ষণ, বাড়বে ইলিশের উৎপাদন"** শ্লোগানটি যথাযথ তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করে বিধায় এবারের শ্লোগান/প্রতিপাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার পক্ষে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ;

ঙ) জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ (০১ এপ্রিল হতে ০৭ এপ্রিল পর্যন্ত) উদযাপন উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপি জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ে প্রচারণা, অভিযান পরিচালনা ও মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে ;

চ) জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে :

দিন, তারিখ ও সময়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা/দপ্তর	স্থান/মন্তব্য
১ম দিন **০১/০৪/২৩**	জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ- ২০২৩ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা স্থান: হলারহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষে নৌ-র‍্যালি স্থান: জাটকা সমৃদ্ধ যেকোন একটি উপজেলার উদ্বোধনী স্থান সংলগ্ন নদীতে।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • মৎস্য অধিদপ্তর • জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা) • উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) • ডিডি, এফএলআইডি • জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা) • বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা।	নির্বাচিত জেলা এবং এর আশপাশের জেলা থেকে জেলেরা উপস্থিত হয়ে উদ্বোধনী সমাবেশ ও নৌর‍্যালি সাফল্যমন্ডিত করবে
২য় দিন **০২/০৪/২৩**	১। জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী ও প্রচার প্রচারণা ২। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও অভিযান পরিচালনা।	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজারসহ অন্যান্য জনবহুল ৭-৮টি স্থানে প্রচারণা (যাত্রাবাড়ী, সোয়ারীঘাট, বাহাদুর শাহ পার্ক, কারওয়ান বাজারসহ)
৩য় দিন **০৩/০৪/২৩**	বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (এফএলআইডি) • বাংলাদেশ টেলিভিশন	বিটিভি/অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার

	অংশগ্রহণে: মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা		
	ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও অভিযান পরিচালনা।	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা • এফএলআইডি	স্থান-ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মাছের আড়ৎ, বাজারসহ।
৪র্থ দিন **০৪/০৪/২৩**	১। বাংলাদেশ বেতারে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে: মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বিএফডিসি এবং মহাপরিচালক, বিএফআরআই। ২। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও অভিযান পরিচালনা।	• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, • এফএলআইডি, • বাংলাদেশ বেতার • উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি জনপ্রিয় রেডিও চ্যানেলে প্রচার ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজার
৫ম দিন **০৫/০৪/২৩**	১। ইলিশ বিষয়ক কর্মশালা ২। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, আড়ৎ, মাছ বাজার ও জনাকীর্ণ বিভিন্ন পয়েন্টে জাটকা সংরক্ষণ আইন বিষয়ে প্রচারণা ও অভিযান পরিচালনা।	• বিএফআরআই • উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা • জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকার যেকোন মিলনায়তন বা কনভেনশন সেন্টার; ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজার
৬ষ্ঠ দিন **০৬/০৪/২৩**	জাটকা সংরক্ষণে অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	• উপ-পরিচালকের দপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ঢাকা	ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বাজার
৭ম দিন **০৭/০৪/২৩**	বিশেষ ভ্রাম্যমান আদালত/অভিযান পরিচালনা	• উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা। • র‍্যাব, যাত্রাবাড়ি	ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন আড়ৎ, বাজার ও অবতরণ কেন্দ্র

বিশেষ দ্রষ্টব্য: দেশের জাটকা সমৃদ্ধ ২০ টি জেলার মধ্যে ১৯ টি জেলার (পিরোজপুর ব্যতীত) একটি উপজেলাতে অর্থাৎ ১৯ টি উপজেলাতে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপিত হবে। সপ্তাহব্যাপি পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে টিভিসি/ জিঙ্গেল ইত্যাদি প্রচার কার্যক্রম চলবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

গ) জাটকা আহরণ প্রবণ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে **০১ এপ্রিল হতে ০৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩' নিম্নবর্ণিতভাবে পালিত হবে :**

দিন ও তারিখ	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	স্থান/মন্তব্য
১ম দিন **০১/০৪/২৩**	• শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও জেলেদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালি/নৌর‍্যালি	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
২য় ও ৩য় দিন **০২/০৪/২৩** **ও** **০৩/০৪/২৩**	• স্থানীয় বাজার, জেলেপল্লী ও মাছঘাটে ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন • ভ্রাম্যমাণ আদালত/ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	জন সমাগম হয় এমন স্থান
৪র্থ দিন **০৪/০৪/২৩**	• হাট বাজারে অভিযান পরিচালনা • জেলেদের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (নৌকা বাইচ, হাডুডু, সাঁতার ইত্যাদি)	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
৫ম ও ৬ষ্ঠ দিন **০৫/০৪/২৩** **ও** **০৬/০৪/২৩**	• মৎস্যজীবী জেলে পল্লীতে জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ সমাবেশ/ পথ নাটক/ আঞ্চলিক সংগীত/লোক সংগীত ইত্যাদি। • ভ্রাম্যমাণ আদালত/ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	স্থানীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে
৭ম দিন **০৭/০৪/২৩**	• জাটকা রক্ষায় সমন্বিত বিশেষ অভিযান পরিচালনা	জাটকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ''জেলা/উপজেলা টাস্ক ফোর্স কমিটি''	

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

১। ১ম দিনের কর্মসূচি ব্যতীত স্থানীয় অবস্থার নিরিখে কর্মসূচির ধরণ অক্ষুণ্ন রেখে বাস্তবায়নের দিন/তারিখ পরিবর্তন যোগ্য।

২। সপ্তাহ শুরুর সাত দিন পূর্ব থেকে সপ্তাহব্যাপি মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, ভিডিও প্রদর্শণ ও স্থানীয় পত্র/পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ইত্যাদি প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম চলবে।

৩। সাত দিনব্যাপি জাটকা সমৃদ্ধ এলাকার মসজিদে নামাজের পূর্বে ইমাম সাহেব কর্তৃক জাটকা আহরণ/ক্রয়/ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে মুসল্লীদের আহবান জানানো ;

৪। সপ্তাহব্যাপি জাটকাপ্রবণ ২০টি জেলার ৯৬টি উপজেলায় নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত/ অভিযান পরিচালিত হবে ।

ঘ) এছাড়া নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো গৃহীত হবে :

১. সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলাসমূহ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ যথাযথভাবে উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২. জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পিরোজপুর আলোচনা করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও নৌর‍্যালির স্থান নির্বাচন করবে ;

৩. নৌর‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড এবং নৌপুলিশ সুসজ্জিত নৌযান সরবরাহ করবে ;

৪. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ উদযাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৫. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ এর কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের অনুমোদিত কর্মসূচি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৬. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ এর শ্লোগান হিসেবে **"করলে জাটকা সংরক্ষণ, বাড়বে ইলিশের উৎপাদন"** শ্লোগানটি ব্যবহৃত হবে;

৭. মৎস্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় থেকে জাটকা বন্ধ করার কর্যক্রমের নিবিড় মনিটরিং করতে হবে;

৮. জাটকা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার এবং সপ্তাহ উদযাপনের জন্য তথ্য/শ্লোগান সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্লোগানটি মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৯. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে;

১০. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে;

১১. জাটকা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার ও সপ্তাহ উদযাপনের জন্য তথ্য / শ্লোগান সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে শ্লোগানটি মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে;

১২. কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আয়োজনে ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতি বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে;

১৩. জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদির রেকর্ডিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এবং মৎস্য অধিদপ্তর প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় লিফলেট ও ফোল্ডার তৈরীপূর্বক মাঠ পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

১৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন তাদের ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৫। সভাপতি শ ম রেজাউল করিম এমপি, মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন "মাছ হবে দ্বিতীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ", । আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর কথা সত্য প্রমাণ করেছি। মাছ আজ বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যের যোগানের পাশাপাশি বিশ্বের প্রায় ৫২-৫৩টি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। মাছ খাদ্যের যোগানের পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ করছে। মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণের ফলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে, মেধা বিকাশ, শারীরিক বিভিন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে। মাছ উৎপাদন, আহরণ, বিপণন, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক জড়িত। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবীকা নির্ভর করে এই মৎস্য খাতের ওপর। মৎস্য সেক্টর খাবারে যোগান দিচ্ছে, আমিষের চাহিদা পূরণ করছে, পুষ্টি যোগাচ্ছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে

এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো এ সেক্টর গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। তিনি ওয়ার্ল্ড ফেমাস সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলেন, করোনার সময় সকল দেশ মৎস্য উৎপাদনে পিছিয়ে গেলেও বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে । তিনি আরো বলেন, মাছ উৎপাদন, আহরণ, বিপণন, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে জড়িত সকলের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মৎস্য খাতে এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে এবং দেশ আজ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম সর্বাত্মকভাবে সফল করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল বাহিনী, প্রশাসন, মৎস্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সকলকে জাটকা রক্ষায় কঠোর ভূমিকা পালন করারও নির্দেশ প্রদান করেন। ইলিশ সম্পদ ধ্বংসকারী সে যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহনের জন্যও নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি জেলে/মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নদীর মাছ বড় হলে আমরা কেউ ধরবো না, ধরবেন আপনারাই। ছোট মাছ বিক্রয় করে যে টাকা পেতেন, বড় মাছ বিক্রয় করে আরো বেশি টাকা পাবেন। সুতরাং অসাধু লোকের দেয়া প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে আইন মেনে চলার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়েও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তার কন্যা জনদরদী, গরীব দরদী, সততার প্রতীক, পরিশ্রমী, দেশপ্রেমিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও খুবই সাধারণ ও সরল জীবন যাপন করেন। এমন একজন রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে আমদের অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে যেখান থেকে কেউ আমাদের আর পিছনে নিয়ে যেতে পারবে না।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে আবারো নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সকলকে আন্তরিক ধন্যবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৩/২০২৩
(শ ম রেজাউল করিম)
মন্ত্রী

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.০৬.০০৩.২৩-৫২

তারিখঃ ০৭ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২১ মার্চ ২০২৩খ্রি.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
২. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৩. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৪. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৫. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৬. পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা ;
৭. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৮. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
৯. সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
১০. সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ;
১১. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), হেডকোয়ার্টার্স, পিলখানা, ঢাকা ;
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, হেডকোয়ার্টার্স, খিলগাঁও, ঢাকা ;
১৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ;
১৪. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, উত্তরা, ঢাকা ;
১৫. এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, গুলফেশা টাওয়ার, মগবাজার, ঢাকা ;

১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সদর দপ্তর, রামপুরা, ঢাকা ;
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা ;
১৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, ২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ;
১৯. অতিরিক্ত সচিব (সকল), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;
২০. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ২৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলামোটর, শাহবাগ, ঢাকা ;
২১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ;
২২. অতিরিক্ত আইজিপি, নৌ পুলিশ, লেভেল-১৩, টাওয়ার-১, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান-১ ঢাকা-১২১২ ;
২৩. পরিচালক, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, অপারেশন্স ও পরিকল্পনা দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা ;
২৪. পরিচালক, এয়ার অপারেশন্স, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা ;
২৫. পরিচালক, নৌ অপারেশন্স, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা ;
২৬. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ;
২৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ ;
২৮. মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ ভবন, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ;
২৯. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ;
৩০. উপপরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, বিএফডিসি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা ;
৩১ পরিচালবক (সকল), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ;
৩২. উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
৩৩. সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা ;
৩৪. সভাপতি/সদস্য সচিব, লঞ্চ মালিক সমিতি ;
৩৫. সভাপতি/সদস্য সচিব, ট্রাক মালিক সমিতি ;
৩৬. সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ ;
৩৭. সভাপতি/সদস্য সচিব, মৎস্যজীবী উপজাতি এবং হতদরিদ্র উন্নয়ন সোসাইটি ;
৩৮ সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী জেলে সমিতি, ২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা ;
৩৯ সভাপতি/সদস্য সচিব, জাতীয় মৎস্যজীবী সমিতি, ১২৩ নিউ কাকরাইল রোড, মৌবন সুপার মার্কেট, ঢাকা ;
৪০ সভাপতি/সদস্য সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, ৯-ডি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য) ;
০২। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৩। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) ;
০৪। অফিস কপি।

২১.৩.২০১৩
(ড. এস এম যোবায়দুল কবির)
উপসচিব